প্রথম বক্তৃতা

ভূমিকা

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ দেখতে মনমুগ্ধকর। প্রায় অন্তহীন সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া আপনাকে ছোট ক্ষুদ্রতাকে অনুভব করায়। কোটি কোটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মহাবিশ্বের মধ্যে উঁকি দেওয়া। তবুও, তাঁর মহিমা দেখা আরও অনেক বেশি অনুপ্রেরণাদায়ক, যিনি কেবল এই জিনিসগুলিকে শূন্য থেকে তৈরি করেননি বরং তাঁর ঐশ্বরিক বিধান অনুসারে সবকিছুকে গতিশীল করেছেন!

ঈশ্বরের বিধানের এই প্রথম মডিউলে, আমরা ঈশ্বরের বিধানের উপর এই পাঠে কী অধ্যয়ন করতে আশা করি তা বিবেচনা করব। আমাদের এই অধ্যয়নের সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত উদ্দেশ্য গীতসংহিতা ১১৯:৭২ পদে গীতরচকের স্বীকারোক্তির দ্বারা প্রতিধ্বনি করব, "তোমার মুখের ব্যবস্থা আমার পক্ষে উত্তম, সহস্র সহস্র স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা অপেক্ষা উত্তম।"

প্রতিলিপি বক্তৃতা ১

প্রিয় বন্ধুরা, আমি আশা করি আপনার ভ্রমণের প্রতি ভালোবাসা আছে বা অন্ততপক্ষে ঈশ্বরের বাক্যের সত্যের কিছু নতুন দিক আবিষ্কার করা ভালোবাসেন, কারণ আমি আপনাকে ঈশ্বরের পবিত্রতার সাথে সম্পর্কিত ঈশ্বরের মহিমা সম্পর্কে চিন্তা করার একটি ভ্রমণে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছি। বিধান বক্তৃতাগুলির এই সীরিজটি প্রস্তুত করা এবং প্রভুর বিধানের সত্যতার নতুন দিকগুলি আবিষ্কার করা আমার জন্য একটি দুর্দান্ত আনন্দের বিষয় এবং আমি আশা করি যে আমি আপনার কাছে যে সৌন্দর্যগুলি আবিষ্কার করেছি তার মধ্যে থেকে কিছু দিতে সক্ষম হব। আমরা আজকে একটি গল্প দিয়ে শুরু করছি, যেমনটি কয়েক বছর পুর্বে আমার দেখা হয়েছিল একজন যুবতী মহিলার সঙ্গে, সম্ভবত তিনি তখন ৩০ বছরের ছিলেন, একজন সফল, তরুণ ব্যবসায়ী মহিলা এবং আমরা যখন একসাথে কথা বলছিলাম তখন তিনি আমার সাথে তার ঘটনা শেয়ার করেছিলেন। তিনি খুব ধার্মিক পরিবারে বড় হয়েছেন। তার বাবা-মা উভয়েই বিভিন্ন ধর্মের কঠোর অনুসারী ছিলেন। আর তাই, আমার কাছে তার কথা ছিল, "আমি আর ধর্মের সাথে কিছু করতে চাই না। আমি এর বাইরে।"

আমি সেই চিন্তার প্রতিফলন করার সাথে সাথে, আমি তার সাথে আরও গভীর কথোপকথনে যেতে চেয়েছিলাম, তাই আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি এখনও ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?" "হ্যাঁ। হ্যাঁ, আমি করি," সে উত্তর দিল, "কিন্তু আমি ঈশ্বরের এই নিয়মগুলির সাথে [কিছুই] করতে চাই না। আমার যথেষ্ট নিয়ম ছিল। আমি আমার জীবন অনুভব করতে চাই। আমি স্বাধীনতা চাই। আমি আমার নিয়ম অনুযায়ী আমার জীবন উপভোগ করতে চাই।" তাই আমার উত্তরে, আমি তার প্রতি সহানুভূতি জানাতে চেষ্টা করেছি। আমি বললাম, "হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি যে বিভিন্ন ধর্মের বাবা-মা উভয়ের কাছ থেকে এই সমস্ত নিয়ম মেনে বড় হওয়া আপনার পক্ষে সহজ ছিল না এবং এমন একজন ঈশ্বরের সেবা করা যিনি শুধুমাত্র নিয়ম যা করবো এবং যা করবো না, এগুলি খুব আকর্ষণীয় নয়। আমিও এইবিষয়ে আপনার সাথে একমত। কিন্তু, আমাকে আপনার সাথে একটু গভীরে চিন্তা করার অনুমতি দিন। এখন আসলে ধর্ম কী? ধর্ম কি নিয়ম পালন করে ঐশ্বরিক ব্যক্তিকে খুশি করার জন্য, নাকি তাঁকে রাগান্বিত হতে বা তাঁকে শান্ত করার জন্য? ধর্মকে একটা সম্পর্ক হিসেবে ভাবলে কেমন হয়? আপনার ঈশ্বর, আপনার সৃষ্টিকর্তা, আপনার সৃষ্টিকর্তার সাথে একটি সম্পর্ক। আর সেই সম্পর্কটি হারিয়ে ফেলতে গিয়ে, যা আমরা মূলত হারিয়েছি বা হারাচ্ছি তা হল জীবনের সৌন্দর্য। আমরা আমাদের ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে আমরা আনন্দ এবং তৃপ্তি, বেঁচে থাকার আনন্দ হারাচ্ছি। আমাকে এই বিষয়টিকে [একটি] বিবাহ সম্পর্কের সাথে তুলনা করতে দিন। ভালো বিয়ে মানে শুধু নিয়ম মেনে দুজন একসাথে বসবাস করা নয়। একটি ভালো বিবাহ হল দুই ব্যক্তি যারা একে অপরকে ভালোবাসে, যারা একে অপরকে সম্মান করে, যারা একে অপরকে মর্যাদা দেয়, যারা একটি কোমল, ঘনিষ্ঠ, গভীর, সুরেলা, ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের মধ্যে থাকে। যাইহোক, সেই সম্পর্কটিকে সেই গুণবত্তায় বজায় রাখতে, আমাদের সম্পর্কের নিয়মগুলিকে সম্মান করতে হবে। কিছু নির্দেশিকা আছে, সম্পর্ক সুস্থ ও সুন্দর রাখতে কিছু নিয়ম, কিছু প্রত্যাশা, কিছু করা, কিছু না করা থাকে। সেই প্রেক্ষাপটেই এটি প্রস্ফুটিত হবে।"

এখন, আমি ঈশ্বরের বিধানের উপর আমাদের বক্তৃতাগুলির সীরিজের জন্য এই গল্পটিকে আমাদের সূচনা বিন্দু হিসাবে ব্যবহার করতে চাই এবং এই অধ্যয়নে আমার উদ্দেশ্য হল আপনাকে আমাদের ঈশ্বরের মহিমা দেখান যেভাবে তিনি তা প্রকাশ

করেছেন তাঁর দেওয়া বিধানে। আমাদের কাছে আজকের বক্তৃতা, বক্তৃতাগুলির এই সীরিজের পুরো দৈর্ঘ্যের জন্য এটিকে পাখির চোখের দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে বিবেচনা করুন, হয়ত একটু ক্ষুধাবর্ধক খাবারের মত। সুতরাং, আমরা কোথায় শুরু করব? আমাকে এই প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে দিন, আপনি যখন ঈশ্বরের মহিমা সম্পর্কে চিন্তা করেন তখন আপনি কী মনে করেন? আপনার মনে কী আসে? নিঃসন্দেহে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবছেন সৃষ্টি, মহাজগৎ, ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন তাঁর মহিমান্বিত সৌন্দর্য। আমি একমত। এটা ঈশ্বরের মহিমার একটি সুন্দর দিক। হয়তো অন্য কেউ সুসমাচার ভেবেছিল, ঈশ্বরের প্রেমের সেই অবিশ্বাস্য গল্প যা তিনি তাঁর নিজের পুত্রের প্রতি মমতা করেননি কিন্তু তাঁকে বিদ্রোহীদের জন্য দিয়ে দিয়েছেন। আমি এতেও একমত। এটি ঈশ্বরের মহিমার একটি গল্প যা সৃষ্টির সৌন্দর্যকে ছাড়িয়ে গেছে।

যাইহোক, আমাকে বিধান সম্পর্কে আরেকটি উত্তর প্রস্তাব করতে দিন, ঈশ্বরের সেই পবিত্র বিধান। সম্ভবত আপনাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে আমরা যখন ঈশ্বরের মহিমা সম্পর্কে চিন্তা করি তখন এটি আমাদের মনে স্বাভাবিকভাবে আসেনি এবং তবুও সত্য যে ঈশ্বরের মহিমাও সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, যে বিধান তিনি আমাদের দিয়েছেন তাতে আরও শক্তিশালী রূপে। সৃষ্টির আগে ঈশ্বরের বিধান ছিল। যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার ঘোষণার আগেও ঈশ্বরের বিধান ছিল। ঈশ্বর সর্বদা ঈশ্বর ছিলেন যিনি পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা হিসাবে একটি সম্পর্কের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন এবং সেই সম্পর্কের মধ্যে, তাঁরা তাদের নিজস্ব বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলেন যে কীভাবে তাদের সম্পর্ককে সামঞ্জস্য, সৌন্দর্যে, অন্তরঙ্গতায় রাখা যায়, একে অপরের সম্মান এবং মর্যাদা এবং ভালোবাসার মধ্যে। এখন, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য যা আমাদের ধরে রাখা উচিত। আমরা যখন আমাদের যাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছি, আসুন এই মৌলিক ভিত্তিগত বিবৃতিটি ধরে রাখি, যে বিধানে ঈশ্বরের মহিমা দেখানো হয়েছে, কারণ এটি ইতিমধ্যেই আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করবে, সম্ভবত, ''বিধান এবং সুসমাচার কি বিপরীত, নাকি তারা একে-অপরের পরিপূরক?'' বা অন্য যে প্রশ্নটি প্রায়ই খ্রিস্টানরা আমাদের চারপাশে নিয়ে লড়াই করে তা হল, ''পুরাতন নিয়মের কি বস্তুকেন্দ্রিক এবং তাই আজ নতুন নিয়মে আমাদের জন্য তা প্রাসঙ্গিক নয়?''

আপনি লক্ষ্য করবেন যে আমাদের চারপাশের বেশ কিছু খ্রিস্টান মনে করে যে ঈশ্বরের বিধান আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটি আজ প্রেম সম্পর্কে, বিধান সম্পর্কে নয়। আর সেইজন্য, খুব কমই মণ্ডলীগুলি এইরূপে কোন পাঠ শেখায় যা আমরা একসাথে ঈশ্বরের বিধান এবং বিশেষ করে দশটি আজ্ঞা সম্পর্কে অন্বেষণ করতে যাচ্ছি। ঈশ্বরের বিধানকে অবহেলা করার সেই নির্দেশনা স্বাস্থ্যসম্মতও নয়, শাস্ত্রসম্মতও নয়। স্বাস্থ্যকর নয় কেন? আচ্ছা, নিজের শরীরের কথা ভাবুন। ব্যায়াম নেই, ভালো খাবার নেই, এটা আমাদের শারীরিকভাবে কী করে? এটা আমাদের মোটা, অস্বাস্থ্যকর করে তোলে। এখন আধ্যাত্মিকভাবে চিন্তা করুন, যদি আমরা ঈশ্বরের বিধানের নির্দেশনা, আমাদের জীবনের নৈতিক গুণাবলীকে বাদ দিই, তাহলে আমরা এমন খ্রিস্টান হয়ে উঠি যারা নৈতিকভাবে মোটা, অস্বাস্থ্যকর এবং আরও বেশি খ্রীষ্ট-তুল্য নয়। যীশুর কথা শোনার কারণে বিধানের শিক্ষাকে বাদ দেওয়াও শাস্ত্রীয় নয়। যোহন ১৩:৩৪ পদে, তিনি বলেছেন, ''এক নূতন আজ্ঞা আমি তোমাদিগকে দিতেছি, তোমরা পরস্পর প্রেম কর; আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তোমরাও তেমনি পরস্পর প্রেম কর।'' তবে এখানে আমরা প্রেমের বিষয়ে দেখছি। কিন্তু যোহন ১৪:১৫ পদে, তিনি যোগ করেছেন, ''তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে।'' সুতরাং, আপনি লক্ষ্য করেছেন যে পরিত্রাতা সেই অধ্যায়গুলির প্রায় একই প্রেক্ষাপটে প্রেম এবং বিধান, আদেশের উপর জোর দিয়েছেন।

সুতরাং, আসুন এই বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখি আর বোঝার চেষ্টা করি যে ঈশ্বরের বিধানের এই সীরিজে আমরা কোথায় যাচ্ছি। এখানে আমরা কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করবো? সুতরাং, প্রথম যে প্রশ্নটির সাথে আমি লড়াই করেছি এবং আপনার সাথে শেয়ার করবো তা হল, ''আমরা কোথা থেকে শুরু করব? অবশ্যই, ঈশ্বরের বিধান, ১০টি আজ্ঞা দ্বারা। কোথা থেকে শুরু করব? যাত্রাপুস্তক ২০ তে যাওয়া এবং সীনয় পর্বতে ঈশ্বরের কণ্ঠের বজ্রধ্বনি শোনা যৌক্তিক বলে মনে হয়, কিন্তু এটাই কি শুরু করার বিন্দু? অথবা, আমরা কি সম্ভবত আদিপুস্তক ১:১ থেকে শুরু করব, যেখানে বাইবেল শুরু হয়? উভয়ের মধ্যে কোনটিই আমাদের সূচনা পয়েন্ট নয়। আমি প্রস্তাব করি যে আমরা যোহন ১:১ থেকে শুরু করি। আমি এটি পড়ি। ''আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন।'' এই কয়েকটি শব্দে, যোহন একটি বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরেছেন, বন্ধুরা, যা অবর্ণনীয়। তিনি আমাদের ঈশ্বরের সম্পর্কের দিকে নির্দেশ করেন। ''বাক্য ঈশ্বরের সাথে (কাছে) ছিলেন'' এই বাক্যগুলি পরামর্শ দেয় যে তাঁর একে অপরের সাথে মুখোমুখি, যোগাযোগ, সহভাগিতা, এই পবিত্র ত্রিত্বতে ইতিমধ্যেই সমস্ত অনন্তকাল থেকে একসাথে বসবাস করছেন; আর ঈশ্বর এই মধুর মিলনে একত্রে বাস করছিলেন, তাঁর নিজের পবিত্র মান অনুযায়ী জীবনযাপন করছিলেন। তাই, আমি প্রথমে বিধানের ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের বিধানের উপর আমাদের শিক্ষা শুরু করা বেছে নিয়েছি।

তাই আমরা বিধান বিশ্লেষণ করার আগে, আসুন বিধানদাতার প্রতিই আমাদের চিন্তাভাবনাকে কেন্দ্রীভূত করি, আর তারপরে তিনি তাঁর পবিত্র বিধানে আমাদের কী বলছেন তা দেখার জন্য এগিয়ে যাই। এটি সম্পর্কে চিন্তা করা হয়ত আমাদের সাহায্য করে ''বিধানের কার্যকারিতা আসলে কী?'' এরূপ কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে। ''ঈশ্বরের বিধান কি আমাদের জন্য একটি উপহার ছিল, নাকি আমাদেরকে সঠিকভাবে আচরণ করানো জন্য ছিল ঈশ্বরের ইচ্ছা?'' বা ''বিধান কি আমার স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য দেওয়া

হয়েছে, নাকি অন্য দিকে এটি আমার স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য দেওয়া হয়েছে?'' সুতরাং, এটি আমাদের প্রথম বিবচনার স্থানঃ বিধানদাতা ঈশ্বর।

এরপর কি? ভালো এখন আমরা যাত্রাপুস্তক ২০তে আসি। এটা যৌক্তিক মনে হয়। ঠিক আছে, সেখানেই ঈশ্বরের বিধান এবং ১০টি আজ্ঞা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। যাইহোক, যদি আমরা সরাসরি যাত্রাপুস্তক ২০তে যাই, তবে বুঝতে হবে যে আমরা জগতের ২৫০০ থেকে ৩০০০ বছরের ইতিহাস ইতিমধ্যেই এড়িয়ে যাচ্ছি। তাহলে সেই সময়ের মধ্যে ঈশ্বরের বিধানের কী হবে? অতএব, আমি প্রস্তাব করছি যে আমরা পরমদেশে ফিরে যাই এবং আমাদের বিষয় হবে আদম, প্রথম আদম এবং ঈশ্বরের বিধান। আর তাই, আমরা যেমন আদম ও হবা সম্পর্কে চিন্তা করি, তাদের জন্য কী ধরনের বিধান বা আইনকানুন ছিল? তারা কী ১০ আজ্ঞা জানতো? আর যদি তারা জানতো, তাহলে তারা কিভাবে এই ১০ আজ্ঞা জানতো? আর যদি তা তাদের অজানা ছিল তবে তারা কোন বিধান অনুসারে জীবনযাপন করেছিল? এর জন্য আমাদের দ্বিতীয় বিবেচনার স্থান হবে, পরমদেশে আদম এবং হবার সম্পর্কের বিধান।

এর পরে, আমি প্রস্তাব করি যে আমরা শেষ আদমঃ যীশু খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধান বোঝার চেষ্টা করবো। আমরা সকলেই সুসমাচারের গল্প থেকে জানি যে যীশু খ্রীষ্ট বিধানকে সম্মান করেছিলেন যেমনটি কোনও মানুষ কখনও করেনি। তিনি বলেন, মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদিগ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি (মথি ৫:১৭)। সুতরাং, যীশু খ্রীষ্ট, শেষ আদম এবং ঈশ্বরের বিধানের মধ্যে সম্পর্ককে সংক্ষেপে অধ্যয়ন করা ঈশ্বরের বিধানের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা বলে মনে হয়। সুতরাং, আসুন প্রশ্ন সম্পর্কে চিন্তা করা যাক। যীশু কীভাবে বিধানকে সম্মান করেছিলেন? আর তাঁর এবং তিনি যে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন তার মধ্যে সেই সম্পর্ক কী? আর অবশ্যই, আমরা তখন এক মুহূর্তের জন্য এই প্রশ্নে আসি, ইতিমধ্যেই, ''যেহেতু ত্রাণকর্তা অভিশাপকে কষ্টভোগকারী ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করেছিলেন, তাই তিনি কি তার অনুসারীদের জন্য বিধান বাতিল করেছিলেন, যেহেতু তিনি অভিশাপ গ্রহণ করেছিলেন?''

এর পরে, আমি আপনাদের আমাদের-পাপীদের সাথে বিধানের সম্পর্ক বিবেচনা করতে চাই। যীশু পৃথিবীতে তাঁর পরিচর্যায় ফরীশীদের সাথে অনেক কিছু করেছেন এবং আপনি বুঝতে পেরেছেন যে ফরীশীরা এমন লোক ছিল যারা তাদের চিন্তাভাবনায় ভুল করেছিল, বিশেষ করে এই বিষয়ে যে [কিভাবে] পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তাদের মূল চিন্তা ছিল বিধান রক্ষা করলেই আমরা পরিত্রাণ পাব। তাই একটি নির্দিষ্ট উপায়ে, তারা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একজন পাপী হিসাবে বিধান পালনকে খুব বেশি জোর দিয়েছিল। আর সেই ত্রুটিটি, অবশ্যই, আমাদের হৃদয়ে এখনও অনেক বেশি রয়েছে এবং তাই আমাদের সকলের জন্য এখানে একসাথে থেমে বিবেচনা করা ভালো যে, ''পাপীর সাথে বিধানের সম্পর্ক কী?'' আর যে প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি এই গবেষণায় দেওয়ার চেষ্টা করব; ''আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের বিধান কীভাবে কাজ করে পবিত্র আত্মার পরিচর্যার মাধ্যমে অপরিবর্তিত অবস্থায়? কিভাবে পবিত্র আত্মা বিধান ব্যবহার করে দোষী সাব্যস্ত করতে এবং আমাদের সুসমাচারে আনয়ন করেন?

তারপর, আমরা অবশ্যই আইনসর্বস্বতা/ আইনানুগত্যবাদ বা যারা বাহ্যিক নিয়ম পালনের উপরে জোর দেয় তাদের ত্রুটি মোকাবিলা করব। সেদিক থেকে, আইনকে সন্তদের সাথে সম্পর্কিত করে বিবেচনা করা যাক। কেউ পরিত্রাণ পাওয়ার পরে, শাস্ত্র তাকে একজন সন্ত হিসাবে উল্লেখ করে। আমরা ভাবতে চাই যে একবার একজন ব্যক্তি বিশ্বাসে এসেছেন এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুভব করেছেন পাপের সমস্ত সমস্যা [সমাপ্ত], কিন্তু আমরা জানি যে তা নয়। বাস্তবতা প্রমাণ করে যে সংগ্রাম এবং পাপের সাথে মল্লযুদ্ধ সমস্ত ঈশ্বরের সন্তানদের জন্য একটি সংগ্রাম। সুতরাং, আসুন এক মুহূর্তের জন্য পরিত্রাণের কল্পনা করি যেটি যীশু নির্দেশ করেছেন সেই সংকীর্ণ পথ (মথি ৭:১৪), কিন্তু সেই সঙ্কির্ন পথটিকে একটি চলার রাস্তা রূপে মনে করি এবং তা থেকে বাম এবং ডানদিকে সিঁড়ি চিত্রিত করি। আমরা উভয় দিকে পড়ে যেতে পারি কারণ আমরা সেই প্রান্তে হাঁটার চেষ্টা করছি। আমরা আইনবাদের দিকে পড়তে পারি, যা বিধান রক্ষার অত্যধিক তৈরি করছে যেন এটি আমাদের রক্ষা করতে সহায়তা করে, তবে আমরা বাম দিকেও পড়তে পারি। আমরা এটিকে অ্যান্টিনোমিয়ানিজম হিসাবে উল্লেখ করি, এরাই তারা যারা বলে, ''আহ, আমাদের ঈশ্বরের বিধান নিয়ে মোটেও চিন্তা করতে হবে না। আমরা আর বিধানের অধীন নই কারণ আমরা অনুগ্রহের অধীন, যেমন রোমীয় ৬:১৪ বলে।'' সুতরাং, প্রশ্নটি প্রকৃতপক্ষে হল: একজন বিশ্বাসীকে কি এখনও বিধান রক্ষার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হতে হবে, নাকি আমরা কেবল রোমীয় ১৩:৮ পদের মতই বলছি, 'কাউকে কোন কিছুর ঘৃণা করো না, তবে একে অপরকে ভালোবাসতে হবে: কারণ যে অন্যকে ভালোবাসে বিধান পূরণ করেছে? সুতরাং, এটি শুধুমাত্র প্রেম সম্পর্কে, বিধান সম্পর্কে আর নয়।

অবশেষে, এর পরে, আমরা সীনয় পর্বতের দিকে যাই। যাত্রাপুস্তক ২০ এমন একটি ঘটনা উল্লেখ করে যা শাস্ত্রের কোনো অংশের মধ্যে নেই। ঈশ্বর নিজেকে সেই মহিমায় প্রকাশ করেছিলেন যা কেবল সমস্ত ইস্রায়েলকে কম্পিতই করেনি, [কিন্তু] এমনকি মোশিও বলেছিলেন, ''আমি অত্যন্ত আতঙ্কিত'' যখন তিনি ঈশ্বরের মহিমা দেখেছিলেন। এখন যাত্রাপুস্তক ২০ বোঝার জন্য, আমরা সেখানে পৌঁছানোর আগে অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি আপনার মনের মধ্যে থেকেই পড়া এবং ধ্যান করা শুরু করি। উদাহরণস্বরূপ, যাত্রাপুস্তক ২০ এর প্রসঙ্গ কী? এর আগে এমন কিছু অধ্যায় রয়েছে যা আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে কেন যাত্রাপুস্তক ২০ এই যাত্রাপুস্তক ২০তে রয়েছে, কেন ঈশ্বর ইস্রায়েলের ইতিহাসে সেই মুহূর্তে বিধান দিয়েছিলেন। সুতরাং, সে সম্পর্কে চিন্তা করুন। একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন যা সম্পর্কে চিন্তা করাও গুরুত্বপূর্ণ তা হল: এখন কেন ঈশ্বর নিজেকে এমন এক দুর্দান্ত মহিমায় প্রকাশ করতে বেছে

নিলেন? কেন এই শক্তি এবং বজ্র এবং বজ্রপাতের প্রদর্শন করেছেন যখন তিনি পাহাড় থেকে ঈশ্বরের বিধান প্রকাশ করেন এবং কথা বলেন? সেই প্রস্তাবনার অর্থ কী, "আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যিনি মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছেন?" এটি কি একটি ঐতিহাসিক বক্তব্যের চেয়ে বেশি? যা ঘটেছে তার একটি উল্লেখ/ পদ ছাড়া আরও কী আছে? স্পষ্টতই, আমরা কিছুক্ষণের জন্য সীনয় পর্বতের চারপাশে আটকে থাকব কারণ ১০ আজ্ঞা প্রতিটি আমরা একটি পৃথক বক্তৃতায় পরীক্ষা করব, যাতে এটি কমপক্ষে ১০টি বক্তৃতা হবে।

একটি চিত্র রূপে, ১০ আজ্ঞাকে একটি ভবন, ঈশ্বরের ভবন হিসাবে বিবেচনা করুন। প্রতিটি আজ্ঞা এই ভবন একটি অপরিহার্য অংশ। অন্য কথায়, দশটিই একত্রিত। কোনোটিই বের করা যাবে না। আমরা যদি এই দশটির মধ্যে যেকোনও একটিকে বের করি, তাহলে তা শুধু ভবনের পুরো কাঠামোকেই দুর্বল করে দেবে, তা নয়, এটি নির্মাতাকেও অসম্মান করবে, যেন তিনি অতিরিক্ত যোগ করেছেন। এছাড়াও, এটির সঙ্গে কোন কিছু যোগ করা যাবে না। এর আবার অর্থ হল যে নির্মাতা ঈশ্বরের এই বিধান খারাপভাবে গঠন করেছেন এবং এতে কিছু যোগ করতে হবে। সুতরাং এই দশটিই, এগুলি সবাই একত্রিত।

ইতিমধ্যেই প্রতিটি আদেশের বিষয়ে আমাদের নির্দেশনা দেওয়ার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন এবং সেটিকেই আমরা আরও অন্বেষণ করব, কেন ঈশ্বর তাদের প্রায় সকলকে, তাদের মধ্যে নয়টি, নেতিবাচকভাবে বলেছেন, "তুমি করবে না"? কেন? কেন প্রতিটি আজ্ঞার শুরু এই নেতিবাচক দিয়ে হচ্ছে? দ্বিতীয়ত, আমরা যে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করতে পারি তা হল: দাউদ লিখেছেন যে বিধান অত্যন্ত বিস্তৃত; পৌল লিখেছেন যে বিধান আধ্যাত্মিক। তাহলে, বিধানের পৃষ্ঠে কি আরও কিছু আছে? এবং আমরা ইতিমধ্যে উত্তরটি জানি; যীশু নিজেই পর্বতের উপদেশে বিধানটি ব্যাখ্যা করেছেন এবং তিনি আমাদের দেখান যে "তুমি হত্যা করো না" আক্ষরিক অর্থে আপনার প্রতিবেশীকে হত্যা করার চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং, আমাদের প্রতিটি আজ্ঞাকে আধ্যাত্মিক উপায়ে দেখতে হবে এবং এর অর্থ কী তা বুঝতে হবে। আর অবশ্যই, আমরা দশটি আজ্ঞা অধ্যয়ন করার সাথে সাথে, এর থেকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেকগুলি প্রয়োগ করার আশা করি যখন আমরা ঈশ্বর এবং মানুষের সামনে জীবন যাপন করছি।

আর তারপরে, আমরা আমাদের অধ্যয়ন শেষ করার আগে, আমি আপনাকে "বিধান এবং অনন্তকাল" বিষয় আলোচনায় আরও একবার আমার সাথে যোগ দিতে বলছি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিধানটি সীনয় পর্বত থেকে শুরু হয়নি। আমরা আরও লক্ষ্য করি যে বিধানটি পরমদেশে শুরু হয়নি। ঈশ্বরের আইন, যেমন আপনি আমাদের দ্বিতীয় বক্তৃতায় দেখতে পাবেন, ঈশ্বর থেকে শুরু হয়। তাহলে প্রশ্ন হল, "বিধানের মর্যাদা কী হবে?" নতুন পৃথিবীতে যীশু পৃথিবীর চূড়ান্ত বিচার করে সব নতুন সৃষ্টি করবেন, সেই নতুন জগতে ঈশ্বরের বিধানের কি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য বা কর্তৃত্ব থাকবে? মুক্তিপ্রাপ্ত মানবজাতি কি একই ১০ আজ্ঞাকে সম্মান করবে যা সীনয় পর্বতে দেওয়া হয়েছিল? নিঃসন্দেহে, নতুন জগতের অনেক দিক আমাদের জন্য লুকিয়ে আছে, কিন্তু সম্ভবত আমাদের পক্ষে এই প্রশ্নে কিছু নির্দেশিকা বা নীতি স্থাপন করা সম্ভব যে ঈশ্বরের বিধান অনন্তকাল ধরে একই বিধান হিসাবে বিবেচিত হবে কিনা যা এখন আমাদের কাছে পবিত্র শাস্ত্ররূপে রয়েছে।

সুতরাং, বন্ধুরা, আমার এই বিষয়টিকে অবতরণ করার সময় এসেছে, কারণ আমরা বৃহৎ দৃষ্টিকোণ থেকে এই যাত্রাটি অন্বেষণ করেছি এবং কীট স্বরূপ হয়েছি এবং এই দিকগুলিকে ধীরে, অনুসন্ধান মুখি হয়ে, চিন্তাভাবনার মাধ্যমে বিষয়টি দেখতে শুরু করেছি। আর আমি আশা করি যে আমরা ঈশ্বরের মহিমার বিবরণ খুঁজে বের করার সাথে সাথে আপনিও এটিকে এমন একটি বিষয় হিসাবে খুঁজে পাবেন যা আমাদেরকে বিধানে ঈশ্বরের প্রশংসা এবং আনন্দে আরও বেশি করে পূর্ণ করবে। আমি আপনাকে সমাপ্তিতে মনে করিয়ে দিই, এখানে আমাদের মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান বৃদ্ধি করা নয়। ভক্তি বৃদ্ধিই মূল উদ্দেশ্য। কতই না আশ্চর্যজনক যদি শেষ ফলাফল হয় যে আমরা দাউদের সঙ্গে আরও গভীর এবং আরও ব্যক্তিগত স্তরে যোগদান করি যেমন তিনি গীতসংহিতা ১৯-এ বলেছেন, ঈশ্বরের বিধান উদযাপনে, "সদাপ্রভুর ব্যবস্থা (বিধান) সিদ্ধ, প্রাণের স্বাস্থ্যজনক; সদাপ্রভুর সাক্ষ্য জগৎসনীয়, অল্পবুদ্ধির জ্ঞানদায়ক। সদাপ্রভুর বিধি সকল যথার্থ, চিত্তের আনন্দবর্দ্ধক; সদাপ্রভুর আজ্ঞা নির্মল, চক্ষুর দীপ্তিজনক। সদাপ্রভুর ভয় শুচি, চিরস্থায়ী, সদাপ্রভুর শাসন সকল সত্য, সর্ব্বাংশে ন্যায্য।" আর তারপরে, তিনি এই আশ্চর্যজনক স্বীকারোক্তিতে আসেন, "তাহা স্বর্ণ ও প্রচুর কাঞ্চন অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, মধু ও মৌচাকের রস হইতেও সুস্বাদু। তোমার দাসও তদ্দ্বারা সুশিক্ষা পায়; তাহা পালন করিলে মহাফল হয়।"

সুতরাং, ঈশ্বর এই বাক্যগুলিকে আশীর্বাদ করুন এবং আমাদেরকে অন্যদের জন্য আশীর্বাদের উত্স করুন। ধন্যবাদ।